আলমডাঙ্গার বাড়াদী ইউনিয়নে তরুণ প্রার্থী মাসুম বিল্লাহ

আলমডাঙ্গা উপজেলা বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে মাসুম বিল্লাহ। বাড়াদি ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মৃত আব্দুর রাজ্জাকের ভাতিজা মাসুম বিল্লাহ।

২০১২ সালে এসএসসি পাশ করেন তিনি। এসএসসি পাশের পর তিনি নিজেকে লেখাপড়ার পাশাপাশি ব্যবসায়ের সাথে সংযুক্ত হয় এবং তার পৈত্রিক সম্পত্তি দেখাশোনা করেন। এর পাশাপাশি দেশের এলাকার গরীব ও মেহনতী মানুষের পাশে নিজেকে সবসময় নিয়োজিত রেখেছেন। তাছাড়া এলাকার শিক্ষা উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। এলাকার যেসব পরিবারের সন্তানরা অর্থাভাবে লেখাপড়া চালাতে পারেন না, তাদের পাশে অবলীলায় দাঁড়ান তিনি।

মাসুম বিল্লাহ এসএসসি পাশের পর থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক, মানবিক ও নাগরিক সংগঠনের সাথে নিজেকে সর্বদা জড়িয়ে রাখতেন। গরীব, অসহায়, দুস্থ মানুষের পাশে নিজেকে সবসময় জড়িয়ে রেখেছেন, সবধরনের মানবিক কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। এছাড়া তার আচার-আচরণ অমায়িক, শিষ্টাচারপূর্ণ, ভদ্র ও নম্র।

তিনি নিজের মেধা, যোগ্যতা, সততা, আন্তরিকতা ও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে আলমডাঙ্গার বাড়াদি ইউনিয়ন বাসীর সকল স্তরের সাধারণ মানুষের ভালোবাসার আস্থা অর্জন করেছেন তিনি। সেই সাথে তিনি বাড়াদি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে।

বর্তমানে তরুণ সমাজ পরিবর্তন চায় রাজনীতিতে, চায় শিক্ষিত ও নীতিবান সৎ যোগ্য ব্যক্তিদের, যাদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে সমাজ ও দেশ প্রতিষ্ঠিত হবে মানবিক বাংলাদেশ। তারুণ্যের প্রতীক মাসুম বিল্লাহ। সাধারণ মানুষের কাঙ্খিত ব্যক্তিত্বদের একজন তিনি। তবে জনগনের প্রতিনিধি হলে এগিয়ে যাবে সমাজ, কাঙ্খিত উন্নয়ন হবে এলাকার।

মাসুম বিল্লাল আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়ন এর একজন সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। তরুণ রাজনীতিবিদ নিজ গ্রাম সহ এলাকাবাসীর বেশ সমর্থন পাচ্ছেন। শিক্ষানুরাগী, ভদ্র, নীতিবান ব্যক্তি হিসেবে সাধারণ নাগরিকদের

পছন্দের নাম মাসুম বিল্লাল।

ক্লিন ইমেজের এই তরুণ স্বপ্ন দেখছেন সাধারণ মানুষের সেবা করার। তিনি সুযোগ পেলে শাসক নয়, জনগণের সেবক হয়ে সবার পাশে দাঁড়াতে চান সাধ্যমতো। তিনি নির্বাচিত হলে সমাজের অসচ্ছল, বিধবা, অসহায়, গরীব, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য কাজ করবেন। মাদক নির্মূল এবং শিক্ষা বান্ধব সমাজ উপহার দিবেন। সর্বোপরি মানুষের কাছে নাগরিক সেবা নিশ্চিতের সব চেষ্টা করবেন তিনি।

আসন্ন ইউপি নির্বাচনের বিষয়ে মাসুম বিল্লাহ বলেন, “আমি যদি মহান আল্লাহর রহমতে নির্বাচিত হই, তাহলে আমার দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালন করব ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে অন্যান্য ইউনিয়ন থেকে পিছিয়ে পড়া আলমডাঙ্গার বাড়াদি ইউনিয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং একটি আধুনিক ডিজিটাল ইউনিয়ন হিসাবে গড়তে সবাইকে নিয়ে কাজ করে যাব।”

পরিশেষে, মাসুম বিল্লাহ সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে দোয়া চেয়েছেন তিনি।

মেহেরপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩

মেহেরপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ তিন জন নিহত হয়েছে। বুধবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামে ইজিবাইকের ধাক্কায় সজনী(৪) নামের এক শিশু কন্যা নিহত হয়। সজনী একই গ্রামের সুজন আলীর মেয়ে। স্থানীয়রা জানান, রাস্তা পারাপার হওয়ার সময় একটি ইজিবাইক তাকে ধাক্কা মারে। এতে ঘটনাস্থলেই সজনীর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে গাংনী উপজেলার ছাতীয়ান গ্রামে মোটরসাইকেল ও ট্রাকটরের সংঘর্ষে মা-ছেলে নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার বিকালে এ মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের শিপন হোসেনের স্ত্রী জেসমিন খাতুন( ২৫) ও তার শিশু পুত্র ইমাম হোসেন(৪)। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জেসমিন তার ভায়ের সাথে

মোটরসাইকেল যোগে বাপের বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে ফিরছিল। এমন সময় ছাতীয়ান গ্রামে পৌছালে পিছন থেকে একটি বালু ভর্তি ট্রাকটর মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা মারে। এতে মোটরসাইকেল চালকসহ মা-ছেলে রাস্তায় পড়ে যায় এবং ট্রাকটরের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মা- ছেলের মৃত্যু হয়। একই সাথে মোটরসাইকেল চালক জেসমিনের ভাই মাসুদ রানা গুরুতর জখম হয়। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পরে বামন্দী ফায়ার সার্ভিসের একটি দল নিহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর মর্গে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ট্রাকটরটি শনাক্তের চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

২০০ তম দিনে পদার্পন করলেন ইউনিভার্সাল এমিটির ফুড-ফর-গুড প্রকল্প

মানবিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইউনিভার্সাল এমিটি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মানুষের দুঃখ লাঘবে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে সংগঠনটি। করোনাকালে যখন পরিবারের মানুষগুলো ভয়ে নিজেকে করেছে গৃহবন্দী, মৃতুভয়ে যখন তারা আত্মীয় স্বজনদের পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল তখনও Universal Amity র মানবিক কর্মীরা মানুষের জন্য কাজ করে গেছে। খোলা আকাশের নিচে রাত কাটানো ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর কষ্ট ঘরের বাহির করেছে একদল মানবিক কর্মীকে। সারাদেশে যখন লকডাউন চলছে তখনও মানবিক হতে পিছপা হয়নি তারা। বিবেক তাদের কাছে মৃত্যু ভয়ের চেয়ে অমানুষ হবার যন্ত্রণাকে বড় করে তুলেছে। তাইতো পিপিই পরে খাবার নিয়ে ছুটে গিয়েছে ঢাকার ফুটপাতে অপেক্ষমান অনাহারী মানুষগুলোর কাছে। একে একে ২০০ তম দিন পার করল ইউনিভার্সাল এমিটির ফুড-ফর-গুড প্রকল্প। এরই মধ্যে এ প্রকল্প ঢাকার সীমানা ছাড়িয়ে কাজ করেছে কুড়িগ্রাম ও খুলনাতে।

মধু চাষে সফল কুষ্টিয়ার মামুন

অনেকটা শখের বশে মাত্র চারটি মধুর বাক্স কিনে সরিষা রাখেন। কিছুদিন পর থেকে তিনি মধু সংগ্রহ শুরু করেন। এরপর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ধীরে ধীরে বাণিজ্যিকভাবে শুরু করেন মৌ চাষ। এখন তার খামারে কয়েকশ’ মৌমাছির বাক্স। গড়ে তুলেছেন ‘মিষ্টি মৌ- খামার’। বলছিলাম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের গেটপাড়া গ্রামের মামুন-অর-রশিদের কথা। মৌমাছি চাষ করে তিনি এখন বেশ । এলাকায় তিনি এখন ‘মধু মামুন’ নামে পরিচিত।

জানা গেছে, পড়াশোনা শেষ করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন মামুন। কিন্তু তা আর বেশিদিন করা হয়ে ওঠেনি। এলাকার বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতেই উদ্যোগ নেন মৌ খামার গড়ে তোলার। এরপর থেকেই মধুর বাণিজ্যিক চাষের দিকেই মনোযোগী হন তিনি। তার খামারে এখন ১৬ জন কর্মী কাজ করেন। বছরে ১০-১২ টন মধু উৎপাদন হয় তার খামারে। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে তার মধু এখন রফতানি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়।

মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে মিরপুর উপজেলার ধুবাইল মাঠের খামারে গিয়ে দেখা যায়, বিস্তৃত সরিষা মাঠে চলছে মধু আহরণ। সরিষা ¶◌েতের মাঝে ফাঁকা একটু জায়গার বেশ কিছু কাঠের বাক্স। সেখানে পুরো মাঠ থেকে মৌমাছির আনাগোনা। প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেসব বাক্স থেকে মধু সংগ্রহ করা হচ্ছে।
মামুন-অর-রশিদ বলেন, ‘১৯৯৭ সালে শখের বসে ২ হাজার ৬০০ টাকা দিয়ে মাত্র ৪টি মধুর বাক্স কিনে সরিষা ফুলের মধু সংগ্রহ শুরু করি। ১৯৯৮ সালে মাস্টার্স পাস করে কিছুদিন চাকরি করেছিলাম। ভালো না লাগায় চাকরি ছেড়ে মধুর বাণিজ্যিক চাষ শুরু করি।’
তিনি আরও বলেন, ‘কুষ্টিয়ার মিরপুর ও নাটোরের গুরুদাসপুর এবং চলনবিলে এবার সরিষার ফুল থেকে মধু আহরণ করছি। এছাড়াও এবারই প্রথমবারের মতো রাজশাহীর গোদাগাড়ী থেকে টমেটো ফুলের মধু সংগ্রহ শুরু করেছি।’

তিনি আরও জানান, বিভিন্ন সময় তিনি বিভিন্ন এলাকা থেকে কালজিরা ফুলের মধু ও লিচু ফুলের মধুও সংগ্রহ করেন। এ বছর ৩০০টি বাক্স

থেকে থেকে দুই হাজার কেজি মধু পাবেন বলে আশা করছেন।

খামারে কর্মরত জাহান আলী নামের এক শ্রমিক জানান, এই খামারে কাজ করেই তার সংসার চলে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাকে মধু সংগ্রহ করতে হয়। খামারে কয়েকজনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মামুন বলেন, ‘কৃষি অফিসার আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছে। আমাকে কুষ্টিয়া, চলনবিল, মাদারীপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মধু আহরণে যেতে হয়। তাদের কাছ থেকে মৌ বাক্সসহ রানী মৌমাছি এবং মধু আহরণের জন্য একটি পিকআপ পেয়েছি। এছাড়াও উন্নতমানের বাক্সসহ বিভিন্ন সময়ে নানান সুযোগ সুবিধা পেয়েছি।’

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, ‘উপজেলার মডেল মৌ-খামারি মামুন মধুর চাষ করে হয়েছেন। তার সাফল্য দেখে আরও অনেকেই বাণিজ্যিকভাবে মধু চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। সাধারণ উপায়ে মধু সংগ্রহ করতে গেলে মান ৪০ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়। আর মামুনের খামারে প্রযুক্তির ব্যবহার করায় মধুর মান থাকে।’

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, গত বছর সাড়ে এগারশ’ হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ হয়েছিল। এবছর বারোশ’ হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ হয়েছে।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস বলেন, ‘মিরপুর উপজেলায় তামাকের চাষ ছিল অনেক বেশি। তবে এখন তামাক চাষ কম করা গেছে। এখন মাঠজুড়ে হলুদ সরিষা দেখে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।’ এস এম জামাল, কুষ্টিয়া থেকে।

খোকসায় বিএনপির প্রার্থীর বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর

কুষ্টিয়ার খোকসা পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপি মনোনিত প্রার্থী নাফিজ আহমেদ খান রাজুর বাড়িতে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা

ঘটেছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১০ টার দিকে এঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় খোকসা উপজেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক শিমুল ও উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুলসহ ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

এ বিষয়ে হামলার শিকার বিএনপির প্রার্থী বলেন, মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী তারিকুলের ভাতিজা অনিকসহ ১৫-২০ জন হামলা চালিয়ে বাড়িতে মহিলাদের গায়ে হাত তোলে এবং ভাঙচুর করে একটি মোটরসাইকেল নিয়ে যায়।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে খোকসা থানার ওসি কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, বিএনপির প্রার্থীর বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় শিমুল ও সিরাজুলসহ ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে বলেও জানান তিনি।

এসএম জামাল, কুষ্টিয়া থেকে।

মিরপুরে মধু মামুনের খামার পরিদর্শন করলেন ইউএনও এবং কৃষি কর্মকর্তারা

সরিষা ক্ষেতে মৌচাষের ফলে একদিকে ফলন বাড়ছে এবং মধু সংগ্রহের ফলে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ধুবাইলে বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে থাকা সরিষা ক্ষেতে স্থাপিত মধু মামুনের মৌ- খামার পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস।

তিনি বলেন, একসময় মিরপুর উপজেলায় ব্যাপক পরিমাণ তামাকের চাষ হতো। এই মৌ চাষের মাধ্যমে সরিষার ফলন ভালো হওয়ায় কৃষকরা সরিষা চাষে ঝুঁকে পড়েছে। আমার খুবই ভালো লাগছে এই ধুবাইলের পুরো

মাঠজুড়েই হলুদ আর হলুদ দেখে।

অল্প খরচে এবং স্বল্প সময়ে বেশি উৎপাদন এবং লাভজনক হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে সরিষা চাষে দিন দিন আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরিষা জনপ্রিয় করতে উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় কৃষি বিভাগের মাধ্যমে কৃষকদের সব ধরনের সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে।

মৌ-খামারের মধু মামুন বলেন, নিজে কিছু করার চেষ্টা এবং অন্য মানুষদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতেই আমার এ পথচলা। আমার খামারে উৎপাদিত মধু দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর পাশাপাশি বিদেশেও রফতানি করা হয়ে থাকে।

তিনি জানান, কুষ্টিয়ার মিরপুর ও নাটোরের ও চলনবিল সরিষা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ চলছে। মাত্র দুই সপ্তাহেই তিনটি খামার মিলে সপ্তাহে ২৫০ কেজি মধু সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বছর ২০০টি বাক্সের মাধ্যমে মধু সংগ্রহ করছি। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি ১৫ টন মধু।

মিরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, মৌমাছি পরাগায়নে সহায়তা করছে বলেই ফলে সরিষা আগের তুলনায় ফলন আরও ৩০ শতাংশ বাড়বে। চলতি অর্থ বছরে এই মিরপুর উপজেলার একটি মাঠ থেকেই ৩ টনের উপরে মধু সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ২০১৯ সালে সরিষার আবাদ হয়েছিলো ১০৫০ হেক্টর জমিতে। বর্তমানে সরিষা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করায় তা বেড়ে ১ হাজার ২০০ হেক্টর জমিতে সরিষার চাষ হয়েছে।

পরে ইউএনও এবং কৃষি কর্মকর্তারা বিনা সরিষা-১০ জাতের সরিষা প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন।

এ সময় মিরপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী উদ্ভিদ সহকারী অফিসার ফরহাদ শরীফসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

# [redacted]

[redacted]

কুষ্টিয়া শহরের আমার ওয়ার্ডের প্রতিটি মানুষই আমাকে ভালবাসে, স্নেহ করে। আমি কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়েছি।
তাদের সুখে দুখে সবসময় তাদের পাশে ছিলাম আছি এবং থাকবো। বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপির এই কুষ্টিয়ার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং নির্বাচনী মাঠে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। আমি আশা করছি এবারের নির্বাচনেও ভোটাররা আমাকে বিপুল ভোটে অবশ্যই মূল্যায়ন করবেন।

কালীগঞ্জে চাকুরী দেওয়ার নামে যুবককে মারধর, প্রতারক আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে চাকরি দেওয়ার নামে এক যুবককে মারধর করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে সাগর হোসেন (৩২) নামে এক প্রতারককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তাকে উপজেলার বলাকান্দর এলাকা থেকে আটক করা হয়।

আটক সাগর হোসেন উপজেলার আড়ুয়াশলুয়া এলাকার দলিল উদ্দিনের ছেলে। ৪নং নিয়ামতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রাজু আহমেদ রনি লস্কর জানান, গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২ টার দিকে যশোরের চৌগাছা উপজেলার পুড়োপাড়া এলাকার সোহান হোসেন নামে এক যুবককে চাকরি দেওয়ার নাম করে ডেকে আনে সাগর। এরপর বলাকান্দর এলাকার একটি খালপাড়ের বনজঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মারধর করে। সেখান থেকে ১২ হাজার টাকা নিয়ে নেয় সাগর।

এরপর সোহানের মায়ের কাছে ফোন দিয়ে বিকাশে ১৫ হাজার টাকা নেয়। সোহান তার বন্ধুদের কাছে চুরি করে ফোন দিয়ে জানালে, তার বন্ধুরা গুগল ম্যাপের মাধ্যমে স্থান শনাক্ত করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। সোহানের বন্ধুদের দেখে সাগর পাশের খালের পানির মধ্যে লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে।

এরপর গ্রামবাসীর সহযোগিতায় তাকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। সোহান হোসেন জানায়, চাকরির জন্য টাকা লাগবে। ১/২ দিন সময় লাগবে টাকা দিতে। শুরুতেই ১২ হাজার টাকা দিই। এরপরও বাসায় ফোন করে টাকার কথা বলি। বাসা থেকে ১৫ হাজার টাকা দেয়। বিভিন্ন কথাবার্তার পর সে জানায় চাকরি হবে না। আমাকে মারধর করে।

এরপর আবারও ২০ হাজার টাকা দাবি করে। তারপর আমি আমার বন্ধুদের আবার ফোন করে জানায়। বন্ধুরা ফোন ট্রাকিং করে আমাকে উদ্ধার করে।
কালীগঞ্জ থানার ওসি মুহা: মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, এ ঘটনায় সাগর হোসেন নামে একজনকে আটক করা হয়েছে। থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

আলমডাঙ্গায় মন্টু ট্রেডার্স এর বিরুদ্ধে নকল ভুসি তৈরির অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় নিম্নমানের ভুসি তৈরির অভিযোগ উঠেছে। পৌর এলাকার মিয়াপাড়ায় গোপন ঘরে চালের গুড়া ও ধানের গুড়া দিয়ে এ নিম্নমানের ভুসি তৈরি করছে বন্ডবিল গ্রামের মিনারুল ইসলাম।

নিম্নমানের এ ভুসি তৈরি করে গবাদি পশু পালন কারীদের কাছে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে। এতে করে প্রতারিত হচ্ছে সাধারণ জনগণ।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার বন্ডবিল গ্রামের মিনারুল ইসলাম সে দীর্ঘদিন মাছ বাজার প্রাঙ্গণে মেসার্স মন্টু ট্রেডার্স নামের ভুসি মালে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

এই সুযোগে মিনারুল গত ২ বছর যাবৎ ধানের গুড়া ও চালের গুড়া মিশিয়ে ভুসি তৈরি করছে। এই কোম্পানির নিম্নমানের ভুসি মার্কেট থেকে সংগ্রহ করে তা মিশিয়ে মেসার্স পদ্মা ফ্লাওয়ার মিলস নারায়ণগঞ্জ বিডিএস নং ৩৯৭ এই কোম্পানির বস্তায় ভর্তি করে তা

বাজার জাত করছে। এ নিম্নমানের ভুসি বিক্রয় করে অধিক মুনাফা অর্জন করছে মেসার্স মন্টু ট্রেডার্স এর মালিক মিনারুল ইসলাম।

সূত্র জানায়, মিনারুল ইসলাম দীর্ঘদিন যাবৎ মেয়াদ উত্তীর্ণ নোংরা ভুসি, ধানের গুড়া ও ময়দা দিয়ে এ ভুসি তৈরি করে। মিনারুল বিভিন্ন মাধ্যমকে ম্যানেজ করে মিয়াপাড়ায় গড়ে তোলে এ অবৈধ ভুসি তৈরির কারখানা। অল্প দামে ভুসি তৈরি করে উচ্চ মূল্যে তা বিক্রয় করে। এখানে তৈরি নকল ভুসি মাছ বাজারের মেসার্স মন্টু ট্রেডার্সে বিক্রয় করে।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি বলেন, যদি কেউ আইন ভঙ্গ করে অবৈধ ভাবে গরু ছাগলের খাবার তৈরি করে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলি বলেন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানার আওতায় আনা হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে শিতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার জোড়াপুকুরিয়া বৃদ্ধাশ্রম, তাহেরহুদা রামনগর মাদ্রাসা, হরিণাকুন্ডু উন্মেষ গুচ্ছগ্রাম ও ভূমিহীন সরকারি উপকারভোগীদের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করলেন হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দা নাফিস সুলতানা।

গতকাল বিকালে এই কর্মসূচী পালন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জামাল হোসাইনসহ বিভিন্ন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

কম্বল বিতরণ কালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ তহবীল থেকে হতদরিদ্র ছিন্নমূল, প্রতিবন্ধী ও অসহায় শিতার্ত

মানুষের জন্য যে শীতবস্ত্র পাওয়া যাবে তা ডিসি মহোদয়ের মাধ্যমে সাথে সাথে তাদের মাঝে বিতরণ করা হবে।